পৌরাণিকী

আলো ও ছায়া-প্রণেতৃ-প্রণীত

চতুর্থ সংস্করণ

কলিকাতা
বঙ্গাব্দ ১৩২৮
ইং ১৯২২

পৌরাণিকী

বিষয়

একলব্য।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

চণ্ডালগ্রামে বৃক্ষবেষ্টিত একখণ্ড ভূমি।

একদল ব্যাধ-বালকের সহিত উপপ্লব্যের প্রবেশ।

১ম বালক। কোথায় সে? কেন আজ এখনও এল না
আয় ভাই উপপ্লব্য, আজ তুই রাজা।

উপ। না, না, ভাই।

২য় বালক। বল্ দেখি তোর দাদাটার
কি হয়েছে? আগেকার হাসি খেলা সব
সে কি ভুলে গেছে নাকি?

উপ। হস্তিনায় গিয়ে,
ক্ষত্ররাজপুত্রদের অস্ত্র-ক্রীড়া দেখে,
আগেকার খেলা আর ভাল লাগেনাকো।

৩য়। আমাদের চেয়ে তারা ভাল খেলা জানে?

উপ। ঢের ভাল।

১ম। একলব্য আছে কি তাদের ?

উপ। সেটি নাই বটে। তার মত ছেলে শুধু
সেই এ সংসারে।

১ম। একলব্য রাজা হ'লে
আমরা সকলে মিলে ক্ষত্র হ'য়ে যাব।

২য়। ক্ষত্র হ'তে এত সাধ কেন বল্ দেখি ?

১ম। একলব্য বলেছেন, ক্ষত্র শ্রেষ্ঠতর।

২য়। মিথ্যা কথা। উপপ্লব্য, কি বলিস্ ভাই ?

উপ। আমরা কি একেবারে ক্ষত্র হ'তে চাই ?
যে শক্তি তাদের আছে, আমাদের নাই,
তাই চাই। মোরা শিখি পশু মারিবারে—

৩য়। ক্ষত্রিয়েরা ধনুঃ ধরে জ্ঞাতিরে মারিতে,
কিংবা নির্দ্দোষিরে ; শ্রেষ্ঠ তারা, তাতে ভুল নাই !

অন্যান্য সকলে। কোথা যুবরাজ ? খেলা কি হবে না ?

উপ। অই আসিছেন দাদা।

একলব্যের প্রবেশ।

সকলে। জয় যুবরাজ !

এক। (স্বগত) যুবরাজ ! রাজশব্দ পৈত্রিক সম্পত্তি
ক্ষত্রিয়ের। ব্যাধ-পুত্রে সাজে না এ নাম।

ব্যাধপুত্র শিখিয়াছে ক্ষত্রিয়ের ভাষা,
অনুকারে ক্ষত্ররীতি ; চরিত্র ক্ষত্রের—
তাই কি দুর্লভ হবে ?

উপ। এস দাদা, এস।

এক। উপ, দলপতি হ'য়ে তুই খেলা কর,
খেলা কর, তোরা ভাই ; আমি যাব আজ
অন্যকাজে।

২য় বালক। একি কথা শুনিবারে পাই,
ভাল যা লাগিত আগে, ভাল আর নাহি লাগে ?

এক। আমি তার কি করিব ভাই ?

২য় বা। (সকলের প্রতি)
আর কেহ হস্তিনায় যদি ফের যেতে চায়,
ছেড়ে নাহি দিস্ তারে, তোদের দোহাই।

এক। সেকি ? চল সব ভাই, আর একবার যাই,
দেখিবে সে কি সুন্দর ঠাঁই।

৩য়। না, না, কাজ নাই, কাজ নাই।
এই খেলা এ শিকার, বাঁশীর বাজন, আর
ভাল কিছু মোরা নাহি চাই।

সকলে। আমরা ব্যাধের ছেলে, দিন যায় হেসে খেলে,
জানিনাকো ভাবনা বালাই !

দৃঢ় ধনুঃ, তীক্ষ্ণ বাণ, খর দৃষ্টি, খাড়া কান,
পশু পক্ষী বিঁধে নিয়ে যাই ;
শিকে সিদ্ধ হয় মাস, আমাদের মহোল্লাস,
মহানন্দে সবে বসে খাই—
জানিনাকো ভাবনা বালাই।

এক। যার যাহা ভাল লাগে, তাই নিয়ে সে থাক্।

[প্রস্থান

২য়। আপন মনে বনে বনে কাঁদিয়ে বেড়াক্।

৩য়। বেলা যায়, উপপ্লব্য, খেল্‌বে কি না ভাই ?

উপ। চল যাই, চল যাই।

দ্বিতীয় দৃশ্য

হিরণ্যধেনুর ভবন।

একলব্য ও মাতার প্রবেশ।

এক। জননী, আবার আমি যাব হস্তিনায়।

মাতা। হস্তিনায় ? পিতা তব চাহেন তোমারে
প্রতিদিন মৃগয়ায় সঙ্গী করিবারে।

এক। তুমি দেখিয়াছ ক্ষাত্র, নৈষাদ জীবন,
কি দেখিতে চাহ তুমি তনয়ে তোমার,
মৃগয়ু, কি মহারথী ?

মাতা। মহারথী, যদি—

এক। যদি কি ?

মাতা। সম্ভব হ'ত।

এক। তা কি অসম্ভব ?
আশৈশব তুমি মোরে প্রভাতে সন্ধ্যায়,
দিবানিশি, ক্রীড়াকালে, অশনে, শয়নে,
কহিছ, "এরূপ করে ক্ষত্রিয়-তনয় ;
এইরূপে কহে কথা,—খেলে সঙ্গীসাথে
এ নিয়মে।" যেই কার্য্য ঘৃণিত তোমার—
কহ তুমি, "এই কার্য্য নহে ক্ষত্রোচিত।"
তোমারে তুষিতে, আমি করি প্রাণপণ,
পালিয়াছি, যারে তুমি বল ক্ষত্র-রীতি।

মাতা। সুশীল, সুবুদ্ধি, বৎস, নির্ভীক, সবল,
ক্ষাত্র-গুণে নহ হীন, নহে শ্রেষ্ঠতর
হস্তিনার কুমারেরা, নহে ক্ষত্র-তর,
কি শিখাবে তারা তোরে ? পেয়েছিস্ তুই
জনকের ধৈর্য্য বীর্য্য।

এক। নিষাদ প্রধান
জনক হিরণ্যধেনু, মহাবলবান্,
কুশলী কৌলিক ধর্ম্মে। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের
অদ্ভুত সে অস্ত্র-জ্ঞান, শিক্ষা চমৎকার
নাহি তাঁর ; নাহি তাঁর জননী-সম্ভূত
দুর্ণিবার অভিলাষ মন।

মাতা তুমি তাঁর
বার্দ্ধক্যে উজ্জ্বল চক্ষুঃ, দৃঢ় যষ্টি তুমি।

এক। করিব উজ্জ্বলতর আমি পিতৃকুল,
দৃঢ়তর পিতার প্রভাব, অতঃপর।
যাই মাতঃ, সুসংকল্পে আমার সহায়
হও ; কর সান্ত্বনা পিতায়। তুমি পার
শোকে, ক্রোধে, প্রশান্ত রাখিতে পিতৃদেবে।
আশীর্ব্বাদ কর, ফিরি দ্রোণাচার্য্য হ'তে
লভি দিব্য অস্ত্র-জ্ঞান।

মাতা। হউক, শোভন,
দ্রোণের সমগ্র বিদ্যা নিজস্ব তোমার।

এক। এই আশীর্ব্বাদ মাতঃ না হ'তে সার্থক,
ফিরিবেনা পুত্র তব, জানিও নিশ্চয়।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

হস্তিনার উদ্যান ভূমি। কর্ণ বৃক্ষতলে অন্যমনস্ক
ভাবে দণ্ডায়মান, পশ্চাতে দ্রোণের প্রবেশ
ও কর্ণের স্কন্ধে হস্তার্পণ।

কর্ণ। (ত্রস্ত ভাবে ফিরিয়া) প্রণাম চরণে আর্য্য

দ্রোণ। কি হেতু চিন্তিত ?
কেন চেয়েছিলে বীর, নির্জ্জন সাক্ষাৎ ?

কর্ণ। ভিক্ষা এক আছে মোর, পারি নিবেদিতে
করিলে অভয় দান।

দ্রোণ। আমি তোমাদের
সকলের গুরু, চাহি সকলের হিত,
অস্ত্র শিক্ষা দিই সকলেরে সমকালে,
সমযত্নে ; নাই কিছু গোপন দানের
যোগ্য।

কর্ণ। যোগ্যতর হ'লে, গোপনেও যদি
কর কোন শিক্ষা দান, কোন প্রিয় জনে
পুত্র নির্ব্বিশেষে কিম্বা পুত্রের অধিক
স্নেহ কর, কার সাধ্য নিন্দা করে তোমা

সে কারণে? গুণে বাঁধা পড়ে সর্ব্বজন;
দেবতা গুণের পক্ষপাতী, সর্ব্বকালে
মানব গুণের উপাসক।

দ্রোণ। আমি কার
গুণে বদ্ধ? কারে স্নেহ করি পুত্রাধিক?

কর্ণ। গুরুদেব, সে কথা কি আছে অবিদিত
কাহারও কুরুদেশে? স্থির প্রতিজ্ঞায়,
বুদ্ধি একাগ্রতা নিষ্ঠা নৈপুণ্য বিক্রমে,
সৌজন্যে, বিনয়ে, তথা নেত্র-অভিরাম
দেহের লাবণ্যে, সমকক্ষ নাহি যার
রাজপুত্রগণ মাঝে, তব স্নেহলাভে
কে তাহার সমকক্ষ হবে?

দ্রোণ। তুমি তার
উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী, সত্য-অনুরোধে
একথা বলিতে হয়, কিন্তু হে শোভন,
সমুজ্জ্বল মুখদ্যুতি, সমুন্নত বপুঃ,
রাজোচিত ব্যবহার, ভাষার ভঙ্গির
অনির্দ্দেশ্য মধুরিমা মানব নয়নে
করে না ক্ষত্রিয় তোমা।

কর্ণ। অধিরথ-সুত

চাহে না ক্ষত্রের মান। অনির্দ্দেশ্য কিছু
ভাষা আর ভঙ্গি মাঝে যদি দৃষ্ট হয়,
সাজে না যা ক্ষত্রেতর জনে, ভাবিও না
ক্ষত্রানুকরণ তাহা, চেষ্টাকৃত। যাক্
অবান্তর কথা। দেব, এই বাহুযুগে
কহ আছে কিনা বল। শিক্ষা যা দিয়াছ,
বিফলে কি গেছে কিছু? নিষ্ঠা যত্নে মোর
হয়েছে কি কোন ত্রুটি? তোমার চরণে,
করেছি কি কোন অপরাধ, কোন দিন?

দ্রোণ। না, না, বৎস, বহুগুণে গুণান্বিত তুমি,
দুরদৃষ্ট তব—

কর্ণ। দেব, কার সাধ্য আছে
অদৃষ্ট বাছিয়া লয়? পুরুষ যদ্যপি
হীন হয় পুরুষের গুণে, তারে সবে
দীন, কৃপাপাত্র ভাবি যেন দয়া করে,
দয়া মম নাহি সহ্য হয়।

দ্রোণ। ভিক্ষা এক
চাহিবারে নিরজনে চেয়েছ সাক্ষাৎ,
বোধ হয় সূতপুত্র, সে ভিক্ষা পূরণে
দয়ার নাহিক আবশ্যক!

কর্ণ। নাহি, দেব,
কিছুমাত্র। অন্তেবাসী যত, পুত্রসম
সর্ব্বজন। সকলের প্রতি যেই স্নেহ,
সেই স্নেহ মাগি আমি, তার বেশী নয় ;
সে স্নেহের অনুরোধে, কর মোরে দান
সমস্ত ব্রহ্মাস্ত্র। এই এক ভিক্ষা মম।
দ্রোণ। কাহারেও দিই নাই যাহা, তাই চাহ।
কর্ণ। দাও নাই বটে, কিন্তু দিবে কোন দিন,
আজ হোক্, কাল হোক্।
দ্রোণ। দিব যোগ্য জনে।
কর্ণ। কে সে যোগ্য জন প্রভো ?
দ্রোণ। তপস্বী ক্ষত্রিয়,
আর নিত্যব্রতধারী ব্রাহ্মণ। তুমি তো
না ব্রাহ্মণ, ব্রতধারী, না তপস্যারত
ক্ষত্রিয়। কিরূপে তুমি হবে অধিকারী
ব্রহ্মাস্ত্রের ? দেখ বৎস, অদৃষ্ট কেমন।
কর্ণ। অদৃষ্ট সে অদৃষ্টই ; কে জানিছে, সে যে
কোথা বসি, কোন সূত্রে, টানিছে কাহারে
কোন লক্ষ্য অভিমুখে ? কোন অধিকারে
কাহারে বঞ্চিত করি, কারে দেয় যাচি।

দ্রোণ। তোমারে, বঞ্চিত করি সজ্জন সংশ্রব,
লইয়াছে স্পষ্ট দৃষ্ট অদৃষ্ট তোমার
দুর্জ্জন আশ্রয়ে।

কর্ণ। কে সজ্জন, কে দুর্জ্জন,
দৃষ্ট, কি অদৃষ্ট ভাগ্য, বিচারের ভার
বিধাতার; আমি নাহি বুঝি, নাহি চাহি
বুঝিবারে। উপকার যেথা পাই, সেথা
কৃতজ্ঞতা, প্রতি-উপকার দিব সদা;
স্নেহ যদি করে কেহ, দিব বিনিময়ে
সমস্ত প্রাণের স্নেহ; আহবে আহূত,
না করি প্রাণের মায়া যুঝিব, যাবৎ
দেহে রবে প্রাণ। দৈব কিম্বা ইচ্ছা বশে
যে পক্ষ আশ্রয় করি, ভুলি ফলাফল,
ভুলি স্বার্থ, সেই পক্ষে রহিব অটল,
এই আমি বুঝি সার।

দ্রোণ। বীরধর্ম্ম এই।

কর্ণ। ক্ষম মোরে, গুরুদেব, না জানিয়া আমি
ভিক্ষা চেয়েছিনু যাহা অদেয় তোমার।
শিষ্যের প্রণাম লহ।

দ্রোণ। স্বস্ত, যশোধন।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

হস্তিনায় রাজপথ।

কর্ণ ও একলব্যের প্রবেশ।

এক। কহ ভদ্র, কোন পথে শীঘ্র যেতে পারি
রাজপুরে।

কর্ণ। সেথা পান্থ কোন প্রয়োজন?

এক। জান তুমি দ্রোণাচার্য্যে?

কর্ণ। জানি সে ব্রাহ্মণে।

এক। কেন না জানিবে তাঁরে? কৌরবগণের
গুরু তেঁহ। মাগি আমি দরশন তাঁর,
আমারে দেখাও পথ।

কর্ণ। অতি শ্রান্ত তুমি,
ক্লিষ্টকান্তি, দ্বিপ্রহরে যূথিকার মত।

এক। নহি সুকুমারী বালা।

কর্ণ। বালক শোভন।

এক। যুবক।

কর্ণ। তাহাই তবে। ক্ষীণ মৃদুস্বর,
বিশুষ্ক অধর, পদ ধূলিধূসরিত,
জানাইছে ক্ষুধা, তৃষ্ণা পথশ্রম তব।
হে যুবক, লইবে কি আতিথ্য আমার?

উপশমি শ্রান্তি ক্লান্তি, করিও অর্জ্জন
দ্রোণ-দরশন-পুণ্য।

এক। আপ্যায়িত অতি
এ সৌজন্তে। গ্রামবাসী বিদেশী এ জন,
জানিনা নগর প্রথা, অপটু বচনে।
সত্য, দীর্ঘ পথশ্রমে, ক্ষুধা পিপাসায়
কিঞ্চিৎ কাতর আমি ; কিন্তু যার লাগি
বহুপথ অতিক্রমি, বহু অন্তরায়
লঙ্ঘিয়া আইনু হেথা, সেই অভিলাষ
নিশ্চয় পূরিবে; নাহি জানি যতক্ষণে,
ততক্ষণ পানাহার কালক্ষয় বলি
লাগিবেক বিষবৎ। দাও, সুক্ষত্রিয়,
পথ বলি, সে আমার আশাসিদ্ধি-পথ,
দেখি তাহে, ফিরে এসে, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে
তোমার আতিথ্য লভি হইব সুস্থির।

কর্ণ। কি সে অভিলাষ তব পারি জিজ্ঞাসিতে ?

এক। রাজপুত্র, আশা মোর দ্রোণশিষ্য হব।

কর্ণ। আমি অধিরথ পুত্র, রাজপুত্র নহি।
দেহ তব পরিচয়, ক্ষত্রিয় কুমার।

এক। বিক্রান্ত হিরণ্যধেনু, নিষাদপ্রধান,

পূর্ব্ব অঞ্চলের প্রভু, জ্যেষ্ঠপুত্র তাঁর
আমি, একলব্য নাম।

কর্ণ। নিষাদ কুমার ?

এক। নিষাদ-কুমার আমি। কেন এ বিস্ময় ?

কর্ণ। আসিয়াছ হস্তিনায় দ্রোণশিষ্য হ'তে ?

এক। দ্রোণশিষ্য হ'তে। ভদ্র, কেন প্রশ্ন এত ?

কর্ণ। জন্ম ও সৌন্দর্য্য নহে আয়ত্ত আপন।

এক। কেনা জানে ? সহৃদয়, বলিবে কি পথ ?
অথবা সম্মুখে পাব অন্য কোন জন।
যাই ভদ্র অধিরথ, ভেবোনা অন্যথা,
গুরু প্রয়োজন বশে নারিনু লইতে
সদয় আতিথ্য তব।

কর্ণ। দাঁড়াও, বালক,
শোন কথা। মনে মনে বাখানি তোমার
উৎসাহ তরুণোচিত। অতি সুগঠিত
দেহ তব, ভাষা তবু নহে অনার্য্যের,
সহজে ক্ষত্রিয় বলি হবে পরিচিত
ক্ষত্রিয় কুমার মাঝে। গর্ব্বিত সে দ্রোণ
রাজপুত্র গুরু বলি, কহিওনা তারে
কুলশীল, ক্ষত্র বলি দিও পরিচয়,

তাহ'লে পূরিতে পারে মনোরথ তব।

এক। নহ তুমি ক্ষত্রিয় কুমার, মিথ্যা কথা,
মিথ্যা আচরণে তাই দাও উপদেশ
বিদেশীরে। নিষাদেরা অনার্য্য যদ্যপি
তথাপি অসত্য বাক্য ঘৃণা করে তারা।

কর্ণ। সকল নিষাদে করে?

এক। এ নিষাদ করে।
অনভিজ্ঞ আমি, নাহি জানি সকলেরে,
সত্যবাদী পিতা মোর, সত্যবাদী আমি।

নাগ। সুখী তুমি, দর্পভরে লহ পিতৃনাম।
আর কেন অনর্থক হয় কালক্ষেপ?
হইতেছে শ্রান্ততর। যাও এই দিকে,
অতঃপর পাবে পথ প্রশস্ত, শীতল,
ছায়াবৃত; ক্রমে ক্রমে দেখিবে সম্মুখে
বিশাল ভবন এক, দক্ষিণে তাহার
বিস্তৃত উদ্যান ভূমি, সেথা শিষ্যসহ
দ্রোণাচার্য্য দ্বিপ্রহরে করিছে বিশ্রাম।

এক। ভদ্র, তব অনুগ্রহে বাধিত এ জন,
চিরদিন রবে মনে।

কর্ণ। আজ যেন রয়

দ্রোণ ফিরাইয়া দিলে। করিও জিজ্ঞাসা
হেথা অধিরথ গৃহ। হয়ত র'বনা
গৃহে আমি ; জননীরে বলিও আমার
কর্ণের অতিথি তুমি।

এক। আগে সেথা যাই। [প্রস্থান।

কর্ণ। আগে সেথা যাবে, পরে আসিবে ফিরিয়া
অবজ্ঞাত, মর্ম্মাহত ; ঘুচিবে বাসনা
ধনুর্ব্বেদ অধ্যয়নে, জনমের মত।
এজন অসত্য বাক্য করিয়া সম্বল,
আপনি লইবে, যাহে সত্য নাহি দিবে
পুরুষের ন্যায্য স্বত্ব। আপনার বলে,
বুদ্ধির কৌশলে কিম্বা, যাহা লভনীয়
তাহা যেই ভীরু সম যায় বিসর্জ্জিয়া,
ক্ষুব্ধ চিত্তে, সাশ্রুনেত্রে, পুরুষ সে নহে।

[ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া।

গুরু দ্রোণ, তার গুরু জমদগ্নি-সুত
ক্ষত্র শত্রু। হে অদৃষ্ট, এস সঙ্গে মম,
লয়ে যাও যেথা ইচ্ছা, শুধু এই কর—
বিজয়-বাসনা মোর পূর্ণ যেন হয়,
বন্ধুত্বের ঋণ যেন পারি শুধিবারে।

তৃতীয় দৃশ্য ।

কুমারগণের বিহারভূমির নিকটস্থ মণ্ডপ,
দূরে কুমারগণের ক্রীড়া কোলাহল ।
দ্রোণ উপবিষ্ট, তৎসম্মুখে একলব্য
করপুটে দণ্ডায়মান ।

দ্রোণ । কে তুমি কল্যাণ ?

এক । আমি পূর্ব্বদেশ-পতি
হিরণ্যধেনুর পুত্র, একলব্য নাম,
ভিক্ষুবেশে উপনীত শ্রীচরণে তব,
তোমার অপার জ্ঞান, অপূর্ব্ব কৌশল
লভিবারে যথাশক্তি ।

দ্রোণ । বুদ্ধিমান তুমি,
বিবেচিয়া কহ কথা । সরস্বতী সম
বহিছে জ্ঞানের নদী, পূরিত সলিলে
জলার্থী লইয়া যায় তুকটুকু তার
যতটুকু ধরে পাত্রে ।

এক । দেখ পরীক্ষিয়া
আমার পিপাসু মনে কতটুকু ধরে
তব পুণ্য জ্ঞান-বারি ; কর ভগবন্,
দয়া করি, কর মোরে শিষ্যত্বে স্বীকার ।

দ্রোণ। কে তোমারে দিলা বলি দ্রোণের সন্ধান ?

এক। মাসদ্বয় পূর্ব্বে, ভগবন্, এসেছিনু
কুরুদেশে, মাতৃকুলে কে আছে জীবিত
জানিবারে ; সে উদ্দেশ্য হইল বিফল,
হইল সফলতর আগমন তবু।
শুভচেষ্টা কভু নাহি হয় নিরর্থক,
এই সদা দেখি দেব ; হয়তো যা চাই
পাই না তা, নিরাশায় ছেয়ে যায় মন,
মনে হয় বৃথা চেষ্টা, বৃথা এ জনম,
মনে হয় জীবনের ফুরায়েছে কাজ ;
জগতের মুখ হতে খসে পড়ে যেন
আলোকের আলিপন, বাহিরিয়া আসে
মলিন মৃন্ময় অঙ্গ ;—সহসা, যেমন
ফুটে উঠে রক্তিম কিরণ পূর্ব্বশেষে,
ধীরে ধীরে উঠে ক্রমে ছেয়ে অর্দ্ধাকাশ,
ধীরে জেগে উঠে বাল-সূর্য্য, ভুলাইয়া
নিশার আঁধার, তথা নিরাশা ভেদিয়া
নবীন আকাঙ্ক্ষা জাগে উজলি জীবন,
জাগাইয়া নবোদ্যম। যা বলিতেছিনু।
মাতৃ-অভিপ্রেত কর্ম্ম নারিনু সাধিতে,

হতাশ অবশ চিত্ত নারিনু সহসা
ফিরিতে মায়ের কাছে, রহিনু এদেশে।

দ্রোণ। তার পর?

এক। তার পর—ভাগ্যবলে, কিবা
পূর্ব্বার্জ্জিত তপঃফলে, দেখিনু একদা
সশিষ্য তোমারে, দেব, সরস্বতী কূলে।
তোমার সম্মুখে আসি প্রত্যেক কুমার
প্রদর্শিছে নিজ বিদ্যা; বহু সুনিপুন,
কেহ কেহ অকুশল; কভু বাখানিছ,
কভু বুঝাইছ ত্রুটি, নিজে অস্ত্র ধরি
দেখাইছ অস্ত্রক্ষেপ; কভু পরীক্ষিছ,
জিজ্ঞাসিয়া নানা কথা। অদূরে দাঁড়ায়ে
আছিনু দেখিতে আমি। অস্ত্র রাশি রাশি,
নাহি জানি অত নাম, নানা আকৃতির,
বিবিধ প্রক্ষেপ বিধি, কভু উর্দ্ধে, কভু
পার্শ্বে, কভু অধোদেশে, ছিল লক্ষ্য দূরে
ও নিকটে। চলে যেন ইচ্ছার ইঙ্গিতে
হস্তের আয়ুধ, বেগে বিদ্যুতের মত;
দেহ যেন মূর্ত্তশক্তি, সজীব কৌশল,
তৃণলঘু, বজ্রদৃঢ়! কি কহিব দেব,

প্রথমে বিস্ময়ে পূর্ণ হইল হৃদয়,
কৌশল, শকতি, জ্ঞান, শকতি, কৌশল!
ধন্য এই ক্ষাত্র গুণ, এই ব্রহ্মতেজঃ!
এই হেতু এরা দ্বিজ আমরা চণ্ডাল!

দ্রোণ। চণ্ডাল?

এক। হিরণ্যধেনু নিষাদ-সন্তান।

দ্রোণ। কি আশ্চর্য্য! এতক্ষণ বচনে তোমার
ভেবেছিনু ক্ষত্র তুমি।

এক। জননী আমার
ক্ষত্র-কন্যা, কিবা ক্ষত্র গৃহে প্রবর্দ্ধিতা,
বাল্যকালে দস্যু হস্তে, কিবা শত্রুকরে
হারায়ে স্বজনগণ, আছিলা পতিত
বনভূমে; পিতা তাঁরে লয়ে নিজ গৃহে
করিলেন ধর্ম্মপত্নী।

দ্রোণ। চণ্ডাল-তনয়
তুমি চাহ রণ-বিদ্যা? শত্রু বধিবারে
আছয়ে অসংখ্য রীতি; অবিধেয় যাহা
ক্ষত্রিয়ের, চণ্ডালের লজ্জা নাহি তায়।

এক। ক্ষুদ্র স্বার্থ সাধিবারে চাহি না এ জ্ঞান,
জ্ঞানের উপরে মোর প্রীতি অহেতুকী,

অথবা সে প্রীতি-হেতু জ্ঞানের গৌরব।
অমূল্য জ্ঞানের লক্ষ্য স্বয়ং সে জ্ঞান,
নহে প্রয়োজন-সিদ্ধি।

দ্রোণ। বচন বিন্যাসে
অতি সুনিপুন তুমি। অই দেখ চেয়ে
দেবাংশ-সম্ভূত মোর প্রিয় শিষ্যগণ।
একস্থানে দাঁড়াবার নাহি অধিকার,
তুমি ইহাদের সাথে ভেবেছ বসিবে
একাসনে? ভাবিয়াছ ভরদ্বাজ সুত
হবেন চণ্ডাল-গুরু?

এক। আজ্ঞা কর, দেব,
দূরে দাঁড়াইয়া আমি করি নিরীক্ষণ
কার্য্য তব, দাসরূপে ফিরি পিছে পিছে।
অথবা, দেবতা তুমি, যে কোন উপায়ে
পার তুমি পূরাইতে বাসনা আমার।

দ্রোণ। যাও, যাও, গৃহে যাও। পারি না পূরাতে
এ বাসনা।

এক। মাসদ্বয় তোমার মূরতি
হৃদে লয়ে ফিরিতেছি আবিষ্টের মত,
তুমি ফিরাইবে চির অশান্তির মাঝে?

জনৈক শিষ্যের প্রবেশ।

শিষ্য। (জনান্তিকে) গুরুদেব, কে এ শ্যাম সুন্দর যুবক?

দ্রোণ। (হাস্যপূর্ব্বক) ব্যাধপুত্র, স্বপ্নাবিষ্ট অথবা বাতুল।

চতুর্থ দৃশ্য।

বনমধ্যে একলব্য একাকী।

এক। এত আশা নিয়ে এনু, অম্লান বদনে
এতটুকু হাসি হেসে, ভেঙ্গে চুরে দিলে
সে সকল! ঘৃণাতৃণে আছিল তোমার
যত তীক্ষ্ণ শরজাল, চর্ম্ম-মর্ম্মভেদী,
সব কিগো এক সঙ্গে করিলে প্রহার
ক্ষুদ্র এ হৃদয়দেশে? ভগ্ন মন লয়ে
কোন্ পথে যাই আজ? এতদূরে এসে
ফিরিতে সরে না পদ, ফিরে যেতে হবে!

দূরে সঙ্গীত ধ্বনি।

আছে এ জগতে আছে এ জগতে
গৌরব রঞ্জিত সিদ্ধি স্থান,
বাসনা থাকিলে যেতে পথ মিলে,
কে যাবে, কার ব্যাকুল প্রাণ?

এক। আমার ব্যাকুল প্রাণ। কে গাহে এ গান?
হীনকুলজাত আমি। জানি না কি, দ্রোণ,
আমি চণ্ডালের পুত্র? জানি দ্বিজ তুমি,
ভরদ্বাজ পিতা তব, জামদগ্ন্য গুরু,
কুরুরাজপুত্রগণ শিষ্য অনুগত;
তাঁহাদের চরণের ধূলির সমান
নহি আমি; যোগ্য নহি ছায়া ছুঁইবার।
সেই দেখিলাম সেথা,—অর্জ্জুন সে বুঝি?
দিব্যকান্তি, প্রিয়ম্বদ, যোগ্য শিষ্য তব।
কোথা সে অর্জ্জুন, কোথা একলব্য এই!

সঙ্গীত।

আছে এ জগৎ মাঝারে গোপনে
এক সে সুন্দর সিদ্ধি-স্থান,
বাসনা থাকিলে যেতে পথ মিলে,
কে যাবে, কার কেঁদেছে প্রাণ?
সেথা জনমে বরণে নাহিক লাজ,
উজলে জীবন উজল কাজ,
রতন ভূষণ মোহন সাজ
বাড়াতে নারে মান।
বড় যার মন কুলীন সে জন,

সবার সেবায় মিলে সিংহাসন,
নিষাদ-তনয় সেও ক্ষত্র হয়
তেজো বীর্য্যবান্।

এক। দূরত্ব আছয়ে যত অর্জ্জুনে আমায়
অতিক্রমি উঠিবারে পারিব কি আমি?
কেননা পারিব? যারে করিছে আহ্বান
উন্নত বাসনা তার, সে কেমনে রবে
ধূলিশায়ী? দেখি যেন দ্রোণের দুহাত
ডাকিয়া কহিছে মোরে, 'হের অস্ত্রক্ষেপ',
প্রতি অঙ্গভঙ্গি তাঁর কহিছে ইঙ্গিতে,
'দেখ, শেখ!' দ্রোণ, শুধু মুখের কথায়
খেদাইলা দূরে মোরে, তা বলিয়ে, প্রভো
নারিবে এ আঁখি হতে ও মূরতি তব
তুলে নিতে। তুমি আছ ভিতরে বাহিরে।

সঙ্গীত।

উচ্চ-আশা-তরু হয় ফলবান্,
হীন আশা রয় ধূলায় শয়ান,
হয় দেব-ধ্যানে ভকতের প্রাণে
দেবের অধিষ্ঠান।

এক। কোথা হতে আসে গীত আমারি প্রাণের
প্রতিধ্বনি যেন। একি আমারি হৃদয়
আমারে ছলিছে গাহি আশার সঙ্গীত ?
আছ দেব, আছ তুমি ভিতরে বাহিরে
নয়নের ; অর্জ্জুন সে, এক সাথে বসি
যার সনে যোগ্য নহি শিক্ষা লভিবারে,
তার চেয়ে হব আমি যোগ্যতর তব ;
সে তোমার শিষ্য, আমি তুমি হয়ে যাব,
সসীম তাহার ভক্তি, অসীম আমার।
বৃক্ষ মূলভূমি হ'তে করে আকর্ষণ
রস যথা, বায়ু আর আলোক হইতে
নিশ্বাস বরণ লভে, আমিও তেমতি
তব বাহুদ্বয় হ'তে লাঘব প্রয়োগ,
স্মৃতি হ'তে মন্ত্র, আর বুদ্ধির কৌশল
করিব হরণ, দ্রোণ, আচার্য্য আমার।

পুনরায় সঙ্গীত।

আছে এ জগৎ মাঝারে গোপনে
ইত্যাদি।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

বনভূমি। সন্ধ্যাকাল। দুই নিষাদের প্রবেশ
বৃক্ষান্তরালে একলব্য তপস্বিবেশে দণ্ডায়মান।

১ম। খুঁজিতেছি নানা দেশ, তার দেখা নাই।
কে জানে সে আছে কি না।

২য়। বোলনা ও কথা,
একলব্য না থাকিলে হিরণ্যধেনুর
বেশী দিন নাই।

১ম। আমি বলি, ক্ষত্রিয়ের
মেয়ে ঘরে আনিলেই অমঙ্গল হয়।
এ রাজা নির্ব্বংশ হবে।

২য়। আরো ছেলে আছে।

১ম। ও রাক্ষসী একে একে সব ছেলেগুলো
বা'র করে দেবে।
রাজা একলব্য ব'লে
কেঁদে কেঁদে ভুঁয়ে যত গড়াগড়ি পাড়ে,
রাণী বলে, "কেন কাঁদ? চণ্ডালের কুল

উজ্জল করিবে পুত্র।" বুনো ঘোড়া যদি
জিহ্বায় ঘা নিয়ে আসে লাগামের টানে,
তা হ'লে উজ্জল হয় বুনো ঘোড়া জাত ?

২য়। কি করিতে গেছে, কোথা, তা' কেন বলে না ?

১ম। বলেছিল, সেতো মিথ্যা। দ্রোণশিষ্য যত
সব ক্ষত্রিয়ের ছেলে, একলব্য নাই ;
এক মাস পিছু পিছু ফিরেছি তাদের
লুকাইয়া। তার পর বলেছিল রাজা,
খোঁজ্ বনে, খোঁজ্ গ্রামে, পাহাড়ে পুলিনে,
ফিরিস্ না, যতদিনে সন্ধান না পাস্।
তোরে ল'য়ে বার মাস মিছাই কেবল
যমুনা ও পঞ্চনদ মাঝে যতদেশ
করিতেছি আনাগোনা, ফের আসিয়াছি
হস্তিনার কাছাকাছি, দেখি ফিরে ঘুরে।

২য়। আজ থাকি এইখানে, সন্ধ্যা হয়ে এল।

১ম। এই যে প্রকাণ্ড বট, চল্‌ ওর তলে,
আগুন জ্বালিয়া এই পাখী পুড়ে খাই।

২য়। ওমা !

১ম। কি হে ?

২য়। মস্ত এক ছায়া,—দুটো ছায়া।

১ম। ভাল হ'ল, চল দেখি। কে হে তুমি ভাই?

এক। কে তোমরা?

১ম। পরিশ্রান্ত নিষাদ দুজন।

এক। হেথায় কোটরে আছে কিছু ফল মূল,
খাও যথা অভিরুচি।

১ম। (নিকটস্থ হইয়া) একলব্য তুমি?

এক। কে তোমরা? হেথা কেন? কারে খুঁজিতেছ?
যারে চাহ পাবে না তাহারে, চলে যাও।

দ্রুতবেগে বনমধ্যে প্রস্থান এবং নিষাদগণ
কর্ত্তৃক পশ্চাদ্ধাবন।

১ম। পেয়েছি, পড়েছ ধরা, পলায়ো না আর।

এক। পালাবনা, পারি কিন্তু মারিতে দুজনে
একা আমি। ভাল চাও, শীঘ্র চলে যাও।

২য়। আমাদের কোন্ কাজ তোমার মতন
পাগলের সাথে? সান্ত্বনা মানেনা
বুড়া বাপ, কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে গেল,
দেশে দেশে পাঠায়েছে তোমারে খুঁজিতে—

এক। মরিতে এসেছ হেথা, অথবা মারিতে?

১ম। বলে দাও, ফিরে গিয়ে রাজারে কি বলি।

এক। ফিরিবে সে একলব্য ব্রত সাঙ্গ হ'লে,

তাহে যদি দাও বাধা, ফিরিবে না আর,
জোর করে লয়ে এলে আপনার হাতে
আপনি হইবে খুন—থাকিবে তো মনে ?

১ম। এমন নিষ্ঠুর তুমি ? না ফিরিতে যদি
মরে বাপ ? একবার করিবে না দেখা ?
বালক তোমার ভাই, তোমার বাপের
কত শত্রু, তোমা হেন পুত্র থেকে, যদি
বার্দ্ধক্যে হিরণ্যধেনু শত্রুহাতে মরে,
তাতে তব দুঃখ লজ্জা নাই ? [ফলাহারে প্রবৃত্ত]

এক। যাও—যাও !
(স্বগত) আমারে করিছে ক্ষিপ্ত। প্রতিজ্ঞা আমার
ভেসে যাবে স্নেহ-স্রোতে। কি সে স্নেহ, তার
নাহি মূল্য, পুরুষত্ব নাহি যাতে, যাহা
দোলায় সংকল্প, ব্রত ভেঙ্গে দিয়ে যায়।
বিধাতঃ তোমারে ডাকি ব্যাকুল-হৃদয়,
রক্ষা কর জনকেরে জননীরে মোর।
[উভয়কে আহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া নীরবে প্রস্থান]

২য়। যা বলিলে বলিব তা, অন্ধকার রাত,
এখানে থাকিতে দাও। [মুখ তুলিয়া]
কোথায় সে গেল ?

১ম। ক্ষুধার্ত্ত খাইতে ছিনু গোটাকত ফল।
এর মধ্যে কোথা গেল? একলব্য ভাই!
একলব্য! একলব্য! শোন শোন ভাই!
২য়। সকলি ভূতের কাণ্ড।
১ম। চল খুঁজে দেখি।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বনভূমি। মধ্যাহ্ন। নিষাদদ্বয়ের প্রবেশ।

১ম। সারা রাত্রি অন্ধকারে মশাল জ্বালায়ে
খুঁজিলাম। আজ ফের পাতি পাতি করে
সারা বন খুঁজিতেছি, কোথাও সে নাই।
২য়। এইতো প্রকাণ্ড এক ব্রাহ্মণ দাঁড়ায়ে,
এর মধ্যে ভূত আসে অন্ধকার হলে।
১ম। ভূত থাক্, প্রেত থাক্, সে হেথায় নাই।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বনভূমি। মৃগয়ার্থ কুমারগণের একটি কুকুর লইয়া প্রবেশ।

অর্জ্জুন। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য !

অশ্ব। অত্যাশ্চর্য্য !

ভীম। কি বল অর্জ্জুন ?

অর্জ্জুন। আশ্চর্য্যই বটে, কিন্তু নূতন আয়ুধ
নহে বিস্ময়ের হেতু, শিক্ষাই তাহার
করিছে বিস্মিত মোরে শতগুণে। ভবে
জামদগ্ন্য, তারপর তাঁর শিষ্যদ্বয়,
ভীষ্ম দ্রোণ সুপণ্ডিত রণে, অস্ত্রজ্ঞানে,
ইহাঁদের সমকক্ষ নাহি অন্য জন,—

অশ্ব। "অতঃপর," বলেছেন গুরু নিজমুখে,
"ফাল্গুনি কুশলী শস্ত্রে ; নহে বেশী দিন
"অতিক্রমি আচার্য্যের বিদ্যা-পরপারে
"যাবে যবে। গুরুদত্ত বিদ্যা বীজসম,
"শিষ্যের হৃদয় হলে সরস উর্ব্বর,
"অঙ্কুরিত, পল্লবিত, বৃক্ষে পরিণত
"ধরে শতগুণ ফল। কুশিষ্য সে জন,

"গুরুর অযশঃহেতু, আপন চেষ্টায়
"পারে না সঞ্চিতে যেই জ্ঞান অভিনব।"

অর্জ্জুন। দূরে থাক্ স্বোপার্জ্জিত তত্ত্ব অভিনব,
এত করি, এত কালে নারিনু লভিতে
গুরুর সমগ্র জ্ঞান।

অশ্ব। যায় নাই কাল।

অর্জ্জুন। প্রাপ্তকাল বনেচর, গত কাল মম।

অশ্ব। একি কোন দ্রোণশিষ্য ?

অর্জ্জুন। জানি তা নিশ্চয়।
নহে জামদগ্ন্য, নহে ভীষ্ম গুরু যার
বিস্মিত বিদ্যায় যার মধ্যম পাণ্ডব,
সে জন স্বয়ং দ্রোণ, অথবা তাঁহার
প্রাণাধিক কোন শিষ্য।

অশ্ব। কেন এ সন্দেহ ?

অর্জ্জুন। গুরুপুত্র, চল করি সন্দেহ ভঞ্জন।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

হস্তিনা। কুমারগণের বিহার ভূমি।
একদিক হইতে দ্রোণ ও অন্যদিক হইতে
অর্জ্জুন-প্রমুখ কুমারগণের প্রবেশ।

দ্রোণ। (স্বগত) কি ব্যাপার? আরক্তিম ক্রোধে অভিমানে
মানী অর্জ্জুনের মুখ, পশ্চাতে বিস্মিত
অন্য শিষ্যগণ মোর, দীপ্ত কৌতূহলে।

অর্জ্জুন। একি অবিচার দেব?

দ্রোণ। বৎস কি হয়েছে?

অর্জ্জুন। এই দেখ পশু, মুখে দেখ শররাজি,
অবরুদ্ধ শব্দপথ, অক্ষত শরীর,
একি চমৎকার বিদ্যা, আমি নাহি জানি।
দেখ ক্ষিপ্র অস্ত্রক্ষেপ, নিপুন সন্ধান,
হেন শিক্ষা গুরুদেব, দিয়াছ আমায়?

দ্রোণ। দিই নাই, কিন্তু বৎস ভাবিয়াছি মনে,
শিখাইব অবিলম্বে, আছে অস্ত্রজ্ঞান
যতটুকু অবশিষ্ট মম। কি আশ্চর্য্য দেখ!
আমার তূণীর হতে লইয়াছে যেন
সায়ক—সঙ্কেতে নাম অঙ্কিত আমার
ফলকে ও কঙ্কপত্রে। কে এ ধনুর্দ্ধর?

অর্জ্জুন। নহে ধনুর্দ্ধর শুধু, ব্রহ্মচারি-বেশে
কঠোর সাধনা করে, জানি না কাহার।
এই সারমেয় রব তপোবিঘ্ন বলি
হরিয়াছে বিদ্যাবলে, রেখেছে জীবন,
অক্ষত সমগ্র দেহ। অস্ত্র নানাবিধ
রয়েছে সম্মুখে তার আমাদের মাঝে
কেহ ধনুঃ কেহ গদা, কেহ চক্র ধরে,
এক অস্ত্রে অদ্বিতীয়। দেখে মনে হয়
সে তপস্বী বিশারদ সকল বিদ্যায়
সমতুল্য। দিব্য অস্ত্র দেখিনু রয়েছে
বেষ্টি তারে, শক্তি তার নাহি জানি কত।

দ্রোণ। বলেছে সে দ্রোণ গুরু তার?

শিষ্যগণ। বলেছে সে
দ্রোণ গুরু তার, গুরো।

দ্রোণ। ব্রহ্মচারি-বেশ?

ভীম। ব্রহ্মচারী, বনবাসী, চীর-জটাধর।

দ্রোণ। সে কি মায়াচর কেহ? লাগিছে বিস্ময়।
পুত্র অশ্বত্থামা, পার্থ, প্রিয় শিষ্য মম,
অনুক্ষণ মোর সাথে কর বিচরণ,
বনেচর চীরধর, তপস্বী জটিল

কাহারে দেখেছ দিতে শস্ত্র উপদেশ ?

অশ্ব। মিথ্যা কথা বলেছে সে।

অর্জ্জুন। কাপুরুষে বলে

মিথ্যা কথা। কার ভয়ে হেন ধনুর্দ্ধর

কহিবে অসত্য বাক্য—কোন প্রয়োজনে ?

দ্রোণ চল যাই, তথ্য এর করিব নির্ণয়।

তৃতীয় দৃশ্য।

বনভূমি। দ্রোণের প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখে একলব্য করপুটে দণ্ডায়মান। সশিষ্য দ্রোণের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। অই দেখ কৃতাঞ্জলি করিছে বন্দনা

কোন দেবে। স্তব-শেষে তুলিছে কার্ম্মুক।

(একলব্য কর্তৃক দ্রোণ পাদাভিমুখে শরক্ষেপ)

এই ফিরায়েছে মুখ, চিনেছে তোমারে

আচার্য্য, চরণে তব করিছে প্রণাম

সঙ্কেতে, এ অষ্টশর অষ্টাঙ্গের স্থলে।

দ্রোণ। (নিকটস্থ হইয়া)কে তুমি যুবক,মোরে করিছ বিস্মিত ?

সামান্য মনুষ্য নহ, মনুষ্য কি দেব
তাহাও বুঝিতে নারি। দেহ পরিচয়,
কহ এই বনাশ্রমে তপস্বীর বেশে
কেন কর অস্ত্রাভ্যাস, কেবা গুরু তব।

এক। তুমি গুরু।

দ্রোণ। আমি?—আমি চিনিনা তোমারে।

এক। মনে পড়িবে কি দেব? গেছে কতকাল,
মাস বর্ষ তারপর করিনা গণন,
দিয়াছিলে ফিরাইয়া, স্বপ্নাবিষ্ট বলি
অথবা বাতুল।

অর্জ্জুন। দেব হইছে স্মরণ।
উজ্জ্বল-শ্যামল-কান্তি, সুগঠন যুবা
একদিন দ্বিপ্রহরে দাঁড়াইয়া ছিল
তোমার সম্মুখে, যোড় হস্তে। জিজ্ঞাসিনু
কে এ যুবা? তুমি হেসে করিলে উত্তর,
"ব্যাধপুত্র, স্বপ্নাবিষ্ট অথবা বাতুল।"
ভাবিলাম—ব্যাধপুত্র? ক্ষত্রিয় এ নহে?
নয়নেতে স্বপ্নাবেশ? নহে একাগ্রতা?
বিস্ময় লাগিল মনে, ডাকিলা অগ্রজ
সেই ক্ষণে, চলে গেনু ভুলে গেনু সব।

এ সেই যুবক।

দ্রোণ। মনে পড়ে স্বপ্নবৎ।

দাও পরিচয়, বৎস।

এক। একলব্য আমি,

নিষাদ হিরণ্যধেনু জনক আমার।

দ্রোণ। কেন তুমি বলিতেছ আমি গুরু তব?

এক। তোমারে বরিয়া গুরু, রচি মূর্ত্তি তব—

এই মূর্ত্তি—আনিয়াছি তপস্যার বলে

তোমারে ইহার মাঝ, একাগ্র হৃদয়ে

তোমার সম্মুখে করিয়াছি শস্ত্রাভ্যাস,

লভিয়াছি নানা মন্ত্র তোমারি কৃপায়।

দ্রোণ। এ সাধনা কি লাগিয়া? নিষাদ তনয়,

ঊর্দ্ধনেত্রে, পাশহস্তে, পক্ষী ধরিবারে

বিচরিবে বনে বনে; সামান্য আয়ুধে

ক্ষুদ্রপ্রাণ মৃগকুল করিবে নিধন;

তবে কেন দ্রোণে পূজি, দ্রোণের অজ্ঞাতে,

তপোবলে, তাহা হতে করেছ হরণ—

ক্ষত্রকুল-কালরাত্রি পরশুরামের

অস্ত্রবিদ্যা? হরিয়াছ হুতাশন সম

অশরীরি দিব্যায়ুধ, লোক-ভয়ঙ্কর,

দেহের স্থাপন নানা, হস্তের লাঘব,
প্রাণীর বিস্ময়-হেতু। কি হইবে তব
এ সকলে? নহ বিপ্র, নহ ক্ষত্র, তুমি
অস্পৃশ্য চণ্ডাল সুত, কি অভীষ্ট লাভ
বৃথা এই দেহক্ষয়ে, কালক্ষয়ে তব?
নিরর্থক করিয়াছ মানব দুর্লভ
জ্ঞান আহরণ, বৃথা শকতি-সঞ্চয়
অযোগ্য আধারে, বৃথা, বৃথা, এ সাধনা!

এক। কি আমি কহিব দেব? তুমি গুরু মম,
ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে
তুমি এ অযোগ্য জনে ধন্য করিয়াছ
জ্ঞান দানে, শক্তি দানে। না হয় উচিত
তব সনে বাক্যরণ। ক্ষমিও ধৃষ্টতা
অধমের, কিন্তু কহ, সুধাই তোমারে
গুরুদেব, জ্ঞান শক্তি নিরর্থক হবে,
তবে সে কেমন শক্তি জ্ঞান? আধারের
গুণে পূত, অপূত বা হবে যে আধেয়,
সে আধেয় না থাকিলে কিসে ক্ষতি কার?
তোমরা ধরার দেব, লহ দেব পূজা—
দুর্দ্দান্ত ক্ষত্রিয়গণে করিছ শাসন

ব্রহ্মতেজোত্তরে ; বিপ্র, পবিত্র তোমরা,
মোরা তোমাদের নহি স্পর্শযোগ্য ! কিন্তু
যেই জ্ঞান শক্তিরূপি, জাতির ভাণ্ডারে
আহরিয়া সঙ্গোপনে করিছ রক্ষণ,
যার গুণে দীপ্তিময়, ব্রহ্মমুখোদ্গত
শুভ আশীর্ব্বাদ সম বেড়াও ভূতলে
জীবের কল্যাণ সাধি,—মানে না সে জ্ঞান
দ্বিজ শূদ্র বর্ণ আধারের ! জানি আমি
শূদ্র শূদ্র, ক্ষত্র, ক্ষত্র, বিপ্র বিপ্র হয়
জ্ঞান-পরিমাণ বশে। অস্পৃশ্য আছিনু
ইতিপূর্ব্বে, আছিলাম অযোগ্য তোমার
শিষ্য হইবার ; শিষ্য, স্পৃশ্য আমি আজি
ভগবন্,—কর মোরে কর আশীর্ব্বাদ।

দ্রোণ। করি আশীর্ব্বাদ, যেন জীব-অমঙ্গল
নাহি হয় তোমা হ'তে।

এক। অমোঘ এ বাণী।

ভীম। দয়াবান্ গুরুদেব মৃগপক্ষী প্রতি !

অশ্ব। মূর্খ, মনে নাই শূদ্র তপস্বীর কথা—
রামরাজ্যে অমঙ্গল এনেছিল কত ?

অর্জ্জুন। গুরুদেব, পরাভবি ক্ষত্রিয় কুমার

অর্জ্জুনেরে, ইতিমধ্যে করিল সাধন
জীবহিত ব্যাধশিশু। পঞ্চাল নৃপতি
মরিবে মৃগয়ু হস্তে বনমৃগী সম?
কৃপা করি যেই শিক্ষা দিয়াছ অর্জ্জুনে,
যথেষ্ট তা দ্রুপদের সমৃদ্ধ নগরী
মিশাইতে ধূলি সাথে। প্রতিজ্ঞা রাখিতে
সতত প্রস্তুত পার্থ। অপর দক্ষিণা
দিবে একলব্য তোমা, ক্ষত্রিয় অর্জ্জুন
আনি দিবে তব পদে দক্ষিণা দ্রুপদে।

অশ্ব। বলেছিলে তুমি তাত, অর্জ্জুন তোমার
হবে প্রিয়তম শিষ্য; আমি পুত্র তব,
আমারেও না শিখাবে অর্জ্জুন হইতে
বেশী কিছু। সে প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ হয়ে গেল।

ভীম। দুর্য্যোধন নীচাশয়, ইহারেও ডাকি
বন্ধু বলি আলিঙ্গন দিবে, আমাদের
বাড়াইতে শত্রু সংখ্যা। এখনি এখানে
মাথা কাটি ব্যাধ পুত্রে পাড়ি ভূমিতলে।

অশ্ব। চুরি করিয়াছে বিদ্যা তব, দণ্ডদান
কর চোরে।

অর্জ্জুন। নাহি জানি হেথা দাঁড়াইয়া

কেন আছি। যাই দেব, মৃগয়ায় পুনঃ?
ব্যাধ পুত্র, ধন্য শিক্ষা, বিচিত্র তোমার
লঘুহস্ত। দ্রোণ প্রিয়, ধন্য জন্ম তব।
ক্ষোভ এই তুমি মোর নহ স্বজাতীয়,
নারি যুদ্ধে পরীক্ষিতে উভয়ের বল।

দ্রোণ। কৌন্তেয় দ্রোণের প্রিয়, নহে ব্যাধসুত।
একলব্য, শিষ্য মম, সর্ব্ব অস্ত্র জ্ঞান
লভিয়াছ একে একে, কি দিবে আমারে
দক্ষিণা?

এক। কি চাহ দেব? দিব যাহা চাও।

ভীম। দাও তবে শির তব জটাজূটময়।

এক। (সহাস্যে) দিতে পারি এই দণ্ডে, গুরু নির্দেশিলে

দ্রোণ। না, না, বত্স, নাহি কাজ মস্তকে তোমার,
নিরর্থক নাহি চাহি দান। দিবে যদি,
সমূলে কাটিয়া দাও দক্ষিণ হস্তের
বৃদ্ধাঙ্গুলি।

এক। তাই দিব। (অঙ্গুলি ছেদনপূর্ব্বক)
ক্ষুদ্র এ অঙ্গুলি,
নহে কিন্তু ক্ষুদ্র দান, এ দক্ষিণ হাত,
বহু তপস্যায় লব্ধ অর্দ্ধ জীবনের

শিক্ষা সহ, গুরুদেব, এই লহ তবে।

অশ্ব। ব্যাধের অঙ্গুলি গেল, ক্ষত্রিয়ের ভয়,
পিতার প্রতিজ্ঞা পার্থ, ব্যর্থ নাহি হয়।

দ্রোণ। করিনু ব্যাধের কর্ম্ম প্রতিজ্ঞা পালিতে।

অর্জ্জুন। যথা জ্ঞান, তথা ভক্তি, না হ'লে অর্জ্জুন,
হইতাম একলব্য। ক্ষত্রিয়, নিষাদ,
সমান সার্থক জন্ম হইত আমার।

দ্রোণ। আশীর্ব্বাদ করি বত্স, জন্মান্তরে যেন
উচ্চকুলে হয় জন্ম। চলিনু।

এক। প্রণাম।

সশিষ্যে দ্রোণের প্রস্থান

একলব্য-মাতার প্রবেশ।

মাতা। বত্স, একলব্য!

এক। মাতঃ প্রণাম।

মাতা। আমারে
ক্ষমা কর, প্রাণাধিক। এনু ফিরাইতে
দুশ্চর সাধনা হতে। গৃহে চল, বাছা!
জীর্ণ দেহ, ম্লান মুখ, চীর জটাধর,
কতকাল হেন কষ্ট করিবি বহন?
মাস পরে যায় মাস, বর্ষ বর্ষ পরে?

তুই বিনা গৃহ অন্ধকার, মার প্রাণ
আকুল সতত।

এক। সিদ্ধ মনোরথ, মাতঃ
চল যাই।

মাতা। সিদ্ধ মনোরথ বত্স ? ভাগ্যবতী আমি।
একি বত্স ! তপ্তধারা কেন করতলে ?
রক্ত কেন ? একি তাত ! অঙ্গুলি তোমার ?

এক। দক্ষিণা দিয়াছি মাগো গুরুদেবে মম।

মাতা। কে সে ?

এক। ভরদ্বাজ পুত্র দ্রোণ। হের তাঁর
অবিকল প্রতিমূর্ত্তি, আপনার হাতে
গড়িয়া, করেছি পূজা এতকাল ধরি।

মাতা। কিসের দক্ষিণা, বাবা, পারিনা বুঝিতে।

এক। জানতো জননী, আমি কি সংকল্প লয়ে
আইলাম গৃহছাড়ি। ব্যাধপুত্র বলে,
ফিরাইলা দ্রোণ মোরে। এই বন ক্রোড়ে
এই মূর্ত্তি পূজা করি, লভিয়াছি আমি।
দ্রোণ অধিগত যত বিদ্যা। দৈব ক্রমে
উপনীত গুরু আজ সশিষ্য মণ্ডলী
এ বিপিনে ; জিজ্ঞাসিলা পরিচয় মম,

সুধাইলা কার কাছে করিয়াছি লাভ
সুদুর্লভ অস্ত্রজ্ঞান, প্রক্ষেপ কৌশল;—
কহিলাম, দ্রোণ শিষ্য আমি। দ্রোণদেব
চাহিলা দক্ষিণা, মোর দক্ষিণ হস্তের
বৃদ্ধাঙ্গুলি।

মাতা। ক্রূরমতি, পাপিষ্ঠ সে দ্রোণ।

এক। জননী গো, তাঁহারে কর'না তিরস্কার।
গুরু মোর জ্ঞানদাতা, নিদ্রিত জীবনে
নিদ্রিত শকতি মোর করিলা চেতন,
জানিলাম সুপ্তোত্থিত, কত বল আছে
দুই বাহু করতলে, প্রতি অঙ্গুলিতে
কি কৌশল, কি লাঘব! ক্ষুদ্র দুনয়নে
কি সূক্ষ্ম, কি দূরদৃষ্টি! মনে দেহে,
অঙ্গে অঙ্গে, ইঙ্গিতে সঙ্কেতে,
চলে কথা কত দ্রুত! যাঁর দরশনে,
বিস্ময়ে বিশালনেত্রে আপনার পানে
চাহিলাম, চিনিলাম, পাইলাম হাতে
আপনারে, তাঁরে দিয়া ক্ষুদ্র এ অঙ্গুলি
সে ঋণের শতাংশও হইল কি শোধ?

মাতা। হারালে দক্ষিণ বাহু অঙ্গুলির সাথে।

এক । হারানু অঙ্গুলি শুধু, আছে অস্ত্রজ্ঞান ।

মাতা । কি হইবে অস্ত্রজ্ঞানে, অস্ত্র ব্যবহারে
অসমর্থ যদি কর ?

এক । এই যে জননী,
অক্ষত রয়েছে বামহস্ত ; মন্ত্র জ্ঞান
অক্ষত স্মৃতিতে, আছে জ্ঞানের আনন্দ
পূর্ণ করি এ হৃদয় । আছে অনুজেরা
কুলের ভরসা, মম ভাবী শিষ্যগণ ।

মাতা । সর্ব্বোপরি মহেশের অশীর্ব্বাদ ছায়া
থাক্ আরো চিরদিন,—

এক । মাতৃস্নেহ রূপে ।

(মাতার কণ্ঠে পতন ।)

সমাপ্ত

ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি দ্রোণ

ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি দ্রোণ।

এস বৎস। আমি দ্রোণ। সুক্ষত্র সমাজে
অনেকের গুরু আমি। অস্ত্রশিক্ষা লাগি
আসিয়াছ মোর কাছে, ক্ষত্রিয় কুমার,
ফিরিবেনা শূন্য হস্তে; কৌশলে পূরিয়া
দিব হস্ত, দিব স্মৃতি মন্ত্রাচ্ছন্ন করি,
দেহে দিব নব শক্তি ছাড়িতে ধরিতে
নব অস্ত্র। রাজপুত্র তুমি, সুলক্ষণ,
শুনিয়াছ কত রাজ চক্রবর্ত্তি-কথা—
কেমনে দোর্দ্দণ্ড বলে অবনী লুণ্ঠিয়া,
সঞ্চিত সুবর্ণ রাশি দিলা অকাতরে
অর্থিগণে। রাজন্যের প্রসিদ্ধ এ রীতি,
আশ্রিতে করিবে রক্ষা, করিবে বিবাহ
প্রেমার্থিনী রমণীরে, তুষিবে যাচকে।
ব্রাহ্মণেও জানে দান-পুণ্য, ক্ষত্র সম।
ব্রাহ্মণের নহে বৎস, ভিক্ষা ব্যবসায়,
রাজ দ্বারে স্তুতিপাঠ, জীবিকা অর্জ্জন,
বিনা পরিশ্রমে। দেখ, যেই দেহ বলে

ক্ষত্রিয় করিছে রক্ষা নিত্য প্রজাকুল,
এই বল-স্রোতঃ-মূল কোথায় সঞ্চিত
দেখ বত্‌স। এই বল ব্রাহ্মণের মনে।
যত ধর্ম্ম কর্ম্ম বিধি, আচার ব্যভার
কে করে নির্দ্দেশ? যদি বর্ণ চতুষ্টয়
একত্র মিলিয়া রচে নর-জাতি-দেহ
তাহার মস্তক, চক্ষু চিন্তা বাক্য সহ,
বিপ্ররূপে স্থিত। নহে নিতান্ত কল্পনা
সেই পৌরাণিকী কথা, ব্রহ্মার আননে
ব্রাহ্মণের জন্ম,—তার গূঢ় অর্থ আছে।
বিজন কাননে গিয়া, ধ্যানে অধ্যয়নে
কাটে কাল যাহাদের, সেই শান্তিপ্রিয়
মুনি যত, তাহারাও করে প্রতিদিন
মানবের তরে ধনার্জ্জন, বহু কষ্টে,—
চিন্তাধন, দিব্যগতি, অনশ্বর জ্যোতিঃ
চরিত্র প্রভাব, যার দরশে পরশে
দূর হতে ম্লান চিত্ত হয় সমুজ্জ্বল!
ইহারা সঞ্চয় করে ভোগ সুখ ত্যজি,
যেই গুপ্ত জ্ঞানরাশি, তারি ক্ষুদ্র কণা
লভি, সাধারণ জন চলিতেছে পথ।

ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি দ্রোণ

আমি দ্রোণ, নরকুল-শীর্ষ-স্থান-স্থিত
জামদগ্ন্য গুরু মোর, আমার যা আছে
অস্ত্র জ্ঞান দিই আমি ব্রাহ্মণের মত,
পাই যদি উপযুক্ত পাত্র। এই খানে
ক্ষত্র ব্রাহ্মণের দেখিবে পার্থক্য তুমি।
ক্ষত্র ধন দেয় দর্পভরে, হেলে ফেলে,
যেন তার কোন মূল্য নাই কারো কাছে,
সে ধন যে জন লয়, উপযুক্ত কি না
নাহি দেখে। ব্রাহ্মণের কষ্টার্জ্জিত ধন
নহে অবহেলা যোগ্য; যে চাহে লইতে,
লইতে হইবে তারে আগ্রহে, আয়াসে;
তেঁই গুরু নানাছলে করেন পরীক্ষা
শিক্ষার্থির জ্ঞান ক্ষুধা, স্থৈর্য্য ধৈর্য্য তার;
চাহেন জানিতে প্রথমেই, এ ক্ষুধার
সমাপ্তি কোথায়। তুমি দ্রুপদ তনয়
ধৃষ্টদ্যুম্ন, সুবিশাল পঞ্চাল রাজ্যের
চির-ফলবতী আশা। অর্দ্ধেক আমার
যে রাজ্যের, যার অন্য প্রভু যজ্ঞসেন
আমার শৈশব সখা, সে রাজ্যের তুমি
হবে একেশ্বর, বৎস। যতনে তোমারে

শিখাইব বিদ্যা মম। সখা-পুত্র তুমি
আমার তনয় তুল্য। সখার সে মুখ,
স্নেহোজ্জ্বল, তেজোপূর্ণ, দম্ভলেশ হীন—
সেই কৈশোরের মুখ আনিয়াছ তুমি
বৃদ্ধের সম্মুখে আজ। যাহা চাও, দিব
তোমারে, শিখাব যত্নে জানি যাহা কিছু।
আগ্রহ, অভ্যাস, যত্ন, এ সকল তব
পরীক্ষায় নাহি কাজ। তোমার সাধনা
জানা আছে। পিতৃহৃদে জ্বলিছে অনিশ
যেই প্রতিহিংসা বহ্নি, তাই মূর্ত্তি ধরি
অবতীর্ণ তোমা মাঝে। দ্রোণের নিধনে
তোমার জীবন ব্রত হবে উদ্‌যাপিত।
ধন মান, সুখ স্বর্গ জীবন হইতে
প্রিয়তর, শ্রেষ্ঠতর সত্য,— পুরুষের
বাক্যরক্ষা। ভারদ্বাজ করেছে পালন
স্বপ্রতিজ্ঞা, বিপ্রোচিত ; হয়েছে সময়
দ্রুপদের ; তুমি পিতৃ তপস্যার ফলে
জন্মিয়াছ মৃত্যু মম। আজ শিষ্য তুমি;
আমি গুরু। সুক্ষত্রিয় সুব্রাহ্মণ কভু
করে না কলহ অন্ধ নিয়তির সাথে।

ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি দ্রোণ।

জীবনের মূল্য শুধু যাপন প্রথায়,
সুদীর্ঘ আয়ুতে নহে। বিস্মিত হইছ
কেন বত্স? এই তুমি ভেবেছিলে মনে,
গোপনে রক্ষিয়া পিতৃ মন্ত্র, শিক্ষা লভি
ফিরে যাবে, দিবে শেষে দক্ষিণা স্বরূপ
ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব—কুল ক্রমাগত
দরিদ্রতা? তাই ভাল সাজে ভরদ্বাজে।
কেন সাজে, আপনারে করেছ জিজ্ঞাসা
কোন দিন? গুরু-ভার তারে শোভা পায়
সক্ষম সবল যেই, চলে অকাতরে
উন্নত মস্তকে, যেন দর্পভরে, যেন
নিজ বলস্বাদ লভি হর্ষ-মত্ত—অই
সৈন্ধব তুরঙ্গ তব, শিক্ষিত সুন্দর,
তেজীয়ান, এল যথা তোমারে লইয়া
বক্রগ্রীব—অশ্ব পৃষ্ঠে সবল সুদৃঢ়
যুব-দেহ নয়নের কি গভীর সুখ!

অভাবের গুরুভার—রাজ্যভার হ'তে
দুঃসহ-দুর্ব্বহতর—বহি স্বেচ্ছাক্রমে
ব্রাহ্মণেরা চলে আগে, গুরু পুরোহিত
বলি তাই পূজা লভে মানব সমাজে;

তাই ইহাদেরে লোকে ভূদেবতা বলে।
কিন্তু বৎস, অভাবের ভার অতি গুরু,
দেহ শ্রান্ত করে, মন অবসন্ন করে,
ক্ষয় করে হৃদয়ের বল, কেড়ে লয়
তীক্ষ্ণ স্বমর্য্যাদা জ্ঞান ; বিশেষতঃ, যদি
ধর্ম্মাঘাতী দারিদ্র্যের সাথে মর্ম্মঘাতী
স্নেহ এসে মিলে। শূদ্র, বৈশ্য বা ব্রাহ্মণ
যেই হোক্, করুক সে জগতের কাজ
যে বিধানে, গৃহস্থ সে হইবার আগে
ভাবে যেন কি উপায়ে করিবে পোষণ
আপন কলত্র-পুত্র স্বাধীন গৌরবে।

সে কাহিনী শুনেছ কি তুমি? পিতা তব
হাসিলা অবজ্ঞাভরে, মত্ত ধন মদে,
সুহৃদের আলিঙ্গন স্থলে,—"দরিদ্র এ
চীরবাসা, অর্দ্ধাহারে শীর্ণ ; ভিক্ষা চাহে,
ভিক্ষা দিব, সখা বলি, বাতুলের মত
কেন আপনারে হেন হাস্যাস্পদ করে?"—
এই মিত্রোচিত বাক্যে তুষিলা ব্রাহ্মণে।
ভিক্ষা চেয়েছিনু সত্য ; কিন্তু সে কিসের
ভিক্ষা? আগে সুহৃদের কাছে সৌহার্দ্দের,

ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি দ্রোণ।

ক্রীড়া সহচর কাছে সোদর-মমতা,
মহতের কাছে মোর অধীত বিদ্যার
সমাদর, শ্রদ্ধেয়ের কাছে নব শ্রদ্ধা
যবে পাব, অন্ন দুগ্ধ ইহাদের ছায়া,
আসিবে পশ্চাতে, ভেবেছিনু। আজ তুমি
রাজপুত্র, মোর কাছে বিনীত বচনে,
আনত মস্তকে ; আমি সেই দীন দ্রোণ,
সেই মানী দ্রোণ, সেই সুস্থির প্রতিজ্ঞ
দ্রোণ। সেই দিন হৃদি বিদ্ধ, ক্রুদ্ধ, মনে
যে সংকল্প করেছিনু, পূর্ণ হইয়াছে।

কোন্ স্মৃতি সুমধুর বাল্যস্মৃতি সম ?
কোন্ স্নেহ জীবনের দিবাভাগে হেন
মনে পড়ে, যথা শুভ্র শিশির শীতল
মনে পড়ে রৌদ্র দগ্ধ দুর্ব্বাদলে দেখি ?
আমাদের শিশুকাল আছিল সুন্দর
বসন্তের প্রভাতের মত। রাজাসনে
সমাসীন, শৈশবের সুখ সখ্য সব
ভুলে গিয়ে, রাজ গর্ব্বে ঠেলিলা চরণে
সমাগত দ্বিজ-স্নেহ, সুদুর্লভ ধন।
সেইক্ষণে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিনু

বন্ধু আমি, বন্ধুকৃত্য করিব সাধন,
শিখাইব যজ্ঞসেনে কত মূল্যবান্
দ্রোণস্নেহ, কোন ছার রত্ন সিংহাসন,
অস্থির রাজত্ব, আর কত যে সহজ
মিত্র-লাভ রাজ্য-রক্ষা হতে। কালক্রমে
দিয়াছি এ শিক্ষা ; এক বালকের হাতে
উপাড়ি ফেলেছি ধূলে উদ্ধত মুকুট,
রাজগর্ব্ব ভাঙ্গায়েছি। শেষে অনুগ্রহে
দিয়াছি অর্দ্ধেক রাজ্য, রেখেছি অর্দ্ধেক।
এ অর্দ্ধেক সমন্ত্রক শত অস্ত্র সহ
তোমারে অর্পিব, পুত্র। আমার আত্মজ
অশ্বথামা দ্বিজধর্ম্মী, তার প্রয়োজন
কিম্বা লোভ নাহি রাজাসনে। একদিন,
যবে দুগ্ধ পোষ্য শিশু ছিল, প্রয়োজন
ছিল কিছু দুগ্ধে তার ; করুণ ক্রন্দনে
মনে পড়ে গেল, আছে সুহৃৎ আমার
সুবিশাল পঞ্চালের বিক্রান্ত ভূপতি,
সেই দেশে গেলে আর রবেনা অভাব।

হে কল্যাণ, আমি সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ,
তখন যে মান ছিল বাড়ে নাই তাহা

রাজ্যার্দ্ধের যোগে,—আছে সতত সমান;
তখন যে ক্রোধ ছিল তাই নিবিয়াছে,
তখন যৌবন ছিল, আজি তাহা নাই।
আজ হেরি মুখ তব জাগিয়া উঠেছে
সেই পূর্ব্ব স্নেহ, লভি বহু বরষের
সঞ্চিত জীবন। এস, এস, বত্‌স, লহ
যাহা আছে, নহে শুধু সংগ্রাম কৌশল।
মরিবার আগে পারি যেন রেখে যেতে
তোমারে বিস্তীর্ণ এই পঞ্চাল রাজ্যের
যোগ্যতর প্রভু। আপনি বিনীয়া
মরি যেন যোগ্য হস্তে, অক্ষুব্ধ হৃদয়ে।

১৬ই নবেম্বর,
১৮৯২।

রামের প্রতি অহল্যা।

দয়াময়, তুমি আসি প্রথম শুনা'লে,
যাহা কোন নারী শুনে নাই কোন কালে।
তুমি পাপ লেশহীন, তুমি পুণ্যালয়,
দেখাইলে, পুণ্য—শুদ্ধপুণ্য লভে জয়
পরিণামে, পরাজয় পাপের নিশ্চয়।
তুমি বিনা, হে কুমার, কেহ যোগ্য নয়
এ শিক্ষা বিধানে। পাপী শুধু জানে, পাপ
বিক্রান্ত, দুর্জ্জয় অতি ; পুণ্যের প্রতাপ
জানে তোমা সম জন, আর তারা জানে
বহুভাগ্য গুণে কভু যাহাদের পানে
তোমা সম জন, চাহি করুণার ভরে,
মুছে দেয় যত পাপ জন্ম জন্মান্তরে
সঞ্চিত আছিল হৃদে। আজ মনে হয়
পর্ব্বত সমান গ্লানি কিছুই সে নয় :
তব পুণ্যালোক-স্পর্শ যে শান্তির সীমা
সে শান্তি জীবনে মোর দিয়াছে মহিমা
সমুজ্জ্বল। নরদেব, কিছু ভুলি নাই,
কাল যাহা পাপ ছিল আজো আছে তাই,
শুধু সেই পাপী নাই। পাপী চিরদিন

থাকে না পাপের পঙ্কে বিকৃত, মলিন,
অস্পৃশ্য। প্রভাতালোকে ধরণী তেয়াগি
যায় যথা অন্ধকার, পুণ্যালোক লাগি
দুষ্কৃতি কালিমা হয় চির অন্তর্হিত;
তাই অহল্যার নাম, রমণী ঘৃণিত,
রবে না ঘৃণিত আর। বলিয়াছ প্রভু
রবে না ঘৃণিত। কেহ কৃপা ভরে, কভু
স্নেহ ভরে উচ্চারিবে প্রতি দিনোদয়ে
ক্ষালিত-কলঙ্ক নাম, শুনিবে বিস্ময়ে
ক্ষমাহীন কভু কোন ধার্ম্মিক কঠিন,
খর-রবিকর-দীপ্ত, বৃষ্টি-পঙ্ক-হীন,
উজ্জ্বল মরুর মত, কভু জ্বালাময়,
প্রাণান্ত শীতল কভু, নহে যে আশ্রয়
ভ্রান্ত, শ্রান্ত, ক্ষতপাদ পথিক জনের
জীবনের দীর্ঘ পর্য্যটনে; তাহার মনের
বহিবে না রুদ্ধ দয়া, শুনিয়া তোমার
সুচরিত? কহিবে না, দেখি একবার
পরীক্ষিয়া ক্ষমা গুণ?

এই নাম স্মরি
সুপ্রভাতে সুবিপুল আশা ভর করি

রামের প্রতি অহল্যা।

পতিতা রমণী কভু উঠিয়া দাঁড়াবে,
সহসা জীবন হ'তে খসি তার যাবে
নিরাশা গ্রন্থিতে বাঁধা পূর্ব্ব পাপ ভার,
জীর্ণ ম্লান বস্ত্র সম। বসন লজ্জার,
ভূষা, পুণ্য অভিলাষ, জীবন সুন্দর
করিবে প্রভাত কান্তি সমুজ্জ্বলতর।
তুমি আসি উজ্জীবিলে মৃত, লুপ্ত আশা,
তুমি আসি জাগাইলে সুপ্ত ভালবাসা
কঠিন পাষাণ বক্ষে। কে জানিত আগে
মৃত পুণ্য, হৃত ধর্ম্ম পুনরায় জাগে
এ জনমে? যে ইন্ধন হ'ল ভস্ম শেষ,
কে জানিত, বর্ষাস্নাত, নব তরু বেশ
ধরি, দাঁড়াইবে স্নিগ্ধ ইন্দ্রধনু তলে,
শ্যামল পল্লবাবৃত নত ফুলে ফলে?

জীবনেরি মাঝে মৃত্যু করে আগমন,
তুমি মরণের মাঝে আনিলে জীবন।
নারীর সতীত্ব যায়, মানব ভাষায়
শোনা ছিল, নারী কভু সতীত্ব যে পায়
তুমি তা দেখা'লে প্রভু, সে কারণে রাম,
চিরস্মরণীয় হবে অহল্যার নাম।

যযাতি দেবযানী

স্থান—শুক্রাচার্য্যের আশ্রম

সময়—পুরুকর্ত্তৃক যযাতির জরাভার গ্রহণের কিছুদিন পরে।

যযাতি। আমি আসিয়াছি দেবি।

দেবযানী। জয় মহারাজ,
দেখা দিয়া বাঞ্ছা মোর পুরাইলে আজ।

যযাতি। ডেকেছ আমারে প্রিয়ে?

দেবযানী। ডেকেছি তোমারে?—
ডেকেছি—প্রভুরে যদি ডাকিবারে পারে
দীনা দাসী; মৃত্যুকালে যথা বারে বারে,
পাপ ক্ষমা মাগি, পাপী ডাকে দেবতারে।

যযাতি। কি এ ব্যাধি? মৃত্যুভয় কেন, মহারাণি?

দেবযানী। মহারাজ, শুক্র-কন্যা এই দেবযানী
মৃত্যুরে করেনা ভয়। জরাভার দিয়া
তব দেহে, জাননাতো লয়েছি বরিয়া
কি ভীষণ আধিব্যাধি আত্মার ভিতরে—
দহিতেছি মর্ম্মে মর্ম্মে। মৃত্যু প্রিয়তর

অনুতাপ জ্বালা হতে। মৃত্যু শান্তিময়
প্রাণ জুড়াবার পথ, তাহে নাহি ভয়।

যযাতি। কি কথা বলিতে চাহ?

দেবযানী। সব কথা, হায়
সুদীর্ঘ ক্রন্দন হয়ে বাহিরিতে চায়!
ক্ষণেক অপেক্ষা কর। প্রভু, জানি আমি
বহু রাজ কার্য্য আছে। নহ শুধু স্বামী
দেবযানী শর্ম্মিষ্ঠার—তুমি হও পতি
সসাগরা ধরণীর। শর্ম্মিষ্ঠা সে সতী,
নিজ গুণে বাঁধিয়াছে তব চিত্ত খানি,
বাঁধ ছিঁড়ি ছুটিয়াছে দূরে দেবযানী
উন্মত্তা উল্কার মত। ব্রাহ্মণ্য-দর্পিতা,
ক্রোধে চণ্ডালিনী, বক্ষে জ্বালিয়াছে চিতা
নিজ হাতে, ঈর্ষ্যা ক্ষোভ ঘৃণা অভিমান
বিষদিগ্ধ শরে বিঁধি নিজ মর্ম্মস্থান।
ক্ষমাহীন, নির্ম্মম সে, দুর্ব্বলে লাঞ্ছিতে,
দলিয়াছে পদতলে আপন বাঞ্ছিতে,
অজ্ঞাত অদৃষ্ট দোষে। ... ...
আজ সুপ্রকাশ
চক্ষে তার জীবনের দীর্ঘ ইতিহাস।

আপনার যত দোষ, যত ভ্রান্তি জাল
তোমারে দেখাব, প্রিয়। রহ কিছু কাল
এই অপ্রিয়ার কাছে ... ...
শৈশব কৈশোর
জান কি আমার তুমি? পিতৃদেব মোর
দৈত্যরাজ গুরু, তাঁর চিত্ত অবিরত
দৈত্যের কল্যাণ-ধ্যানে থাকিত নিরত,
তবু বেগবতী এক স্নেহ স্রোতস্বতী
নিরন্তর বহিয়াছে তনয়ার প্রতি,
মানে নাই কোন বাধা। রাজঃসভা মাঝে
সুরাসুর যুদ্ধে, যজ্ঞে, পাঠে, সর্ব্ব কাজে
তাঁর অন্ধ চক্ষু যেন তনয়ার লাগি
সর্ব্ব দৃষ্টি অন্তরালে রহিয়াছে জাগি।
ক্ষুদ্রতম তুচ্ছতম অভিলাষ তার
সদাই হয়েছে পূর্ণ। না করি বিচার
যা চেয়েছে, পেয়েছে সে। শুক্র মহাজ্ঞানী
দৈত্যের ভরসা বল, তাঁর দেবযানী
দুর্ল্ললিতা, জানে নাই নিজ ইচ্ছা বিনা
এ জগতে আর কোন ইচ্ছা আছে কিনা,
আছে কিনা লজ্জা মান ভাবে নাই কভু।

তার মান রেখেছেন দৈত্যকুল প্রভু,
সেই দর্পে আশৈশব আছিল দর্পিনী
পূর্ণ অভিমান বিষে। পালিতা সর্পিনী,
দুগ্ধপুষ্টা, সামান্য আঘাতে অকস্মাৎ
দংশে রোষে দুগ্ধদাতা পালকের হাত!
ব্রাহ্মণ সংযমী, শুদ্ধ, দৈত্য অনাচারী,
আমি ব্রাহ্মণের কন্যা, তাই মনে ভারী
গর্ব্ব ছিল সংযমের আর শুদ্ধতার।
তাই অসংযত ক্রোধে এই উদ্ধতার
ভেসে গেল সব সুখ। যত ব্রত দান
শাস্ত্র পাঠ, দেবস্তুতি, দীনে ভিক্ষা দান
ব্যর্থ সব, পুণ্যহীন। সেথা পুণ্য রহে
শ্রদ্ধা, স্নেহ, ক্ষমা যেথা নিরন্তর বহে
বিনয়ে আবৃত হয়ে। ... ...

ক্ষুদ্র অপরাধ
তাই লয়ে সখীসনে করিনু বিবাদ।
তীক্ষ্ন-বাক্য-বাণ-বিদ্ধা ক্রুদ্ধা সে তরুণী
ফেলে দিল কূপে মোরে। আর্ত্তনাদ শুনি,
আর্ত্তবন্ধু, ক্ষাত্রধর্ম্ম যেন মূর্ত্তিমান,
দেহে বল, চিত্তে দয়া, চক্ষু জ্যোতিষ্মান্,

আসিলে নিকটে মোর, বাড়াইয়া হাত
উদ্ধার করিলে মোরে। সকল আঘাত
দেহের মনের, সেই বাহুস্পর্শে তব
ভুলে গেনু, লভিনু সে কি আনন্দ নব!
সে আনন্দ নীরে কেন ডুবিল না হায়
হীন ক্রোধ? কেন শাস্তি দিনু শর্ম্মিষ্ঠায়?
বিবাদের বিপদের সমগ্র কহিনী
কহিনু পিতারে কেন? কন্যাপ্রাণ তিনি
ক্ষিপ্তপ্রায় কহিলেন,———
"ত্যজি দৈত্যালয়
যাব চলি এ মুহূর্ত্তে।"
"তাও নাকি হয়!
দৈত্যকুল বাঁচে কভু শুক্রাচার্য্য বিনা?
এত বড় কুলধ্বংস শেষে হবে কি না
এক বালিকার দোষে! প্রায়শ্চিত্ত তার
করুক সে। রোষ, দেবি, কর পরিহার
শাসি সেই দুর্ব্বৃত্তারে; দাসী কর তারে
অপমান করেছে যে আচার্য্য কন্যারে"—
কহিলেন পায়ে ধরি দৈত্য কুল রাজ।
স্মরিয়া লজ্জায় আমি মরিতেছি আজ!

পিতার আদেশে সখী মাথা নত করি
করিলা মার্জ্জনা ভিক্ষা, মোর পায়ে ধরি ;
সেই দিন হতে হ'ল নানা গুণযুত
অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী বৃষপর্ব্ব সুতা
ব্রাহ্মণ কন্যার দাসী ; রাজার নন্দিনী
সৌধ ত্যজি পর্ণশালে হইলা বন্দিনী।

... .

তার পর তুমি যবে মোরে এলে লয়ে
তোমার ঐশ্বর্য্য মাঝে, সেও দাসী হয়ে
এল মোর সাথে। আমি কৃপণের মত
যত সুখ, যত ভোগ, স্বামি-গর্ব্ব যত
দুহাতে রহিনু ধরে, আপনার তরে ;
না দেখিনু পাশে মোর কার আঁখি ঝরে,
বিগত গৌরব স্মরি, ছাড়ি প্রিয়জন
বৃন্তচ্যুত পুষ্পসম, করি বিতরণ
মৃদুল সৌরভ, কে যে শুকাইছে ধীরে ;—
তুমি দেখেছিলে—তাও দেখি নাই ফিরে।

... ...

তব গৃহে দাসীর কি ঘটিত অভাব ?
তাহা নহে, এ কেবল দীনের স্বভাব—

রাজকন্যা দাসীরূপে দেখাবে সকলে
তাই আনিলাম সাথে, সখীস্নেহ ছলে।
সখীরূপে দিয়াছিনু স্নেহ কতখানি?
সে আমার দাসী, আর আমি রাজরাণী
এই জানায়েছি তারে। শত ক্ষুদ্র কাজে.
মোর প্রসাধন কর্ম্মে, মোর গৃহসাজে
তার কাছে এতটুকু ত্রুটি পাই নাই।
সে ছিল রাজার কন্যা, সে জানিত তাই
ঐশ্বর্য্যের ব্যবহার। তপস্বিনী আমি
শুধু জানিতাম, আমি পাইয়াছি স্বামী
মহারাজ যযাতিরে। নিশ্চিন্ত সে জ্ঞানে
রাখি নাই স্বামী চিত্ত সদা সাবধানে।

... ...

যে করুণা উদ্ধারিল তোরে, দেবযানি,
কূপ হতে, তাই তোর দয়িতেরে আনি
মুছাইল শর্ম্মিষ্ঠার নয়নের নীরে,
তার পর গুণ মুগ্ধ, প্রেম ধীরে ধীরে
মিশিল করুণা সাথে। ... ...

মূঢ়া বুঝি নাই
আমি যে নির্গুণা, হীনা, শর্ম্মিষ্ঠার ঠাঁই।

কঠোর ভৎর্সনা করি পতি সপত্নীরে
ঈর্ষ্যাদগ্ধা, পিতৃগৃহে আসিলাম ফিরে।

... ...

এতদিনে বুঝিয়াছি, সব নিজ দোষ,
অযথা ভৎর্সনা মোর, অযথা সে রোষ
ঢালিনু পিতার প্রাণে।

যযাতি। সত্য সে ভৎর্সনা,
যাহা কিছু কহিয়াছ তার এক কণা
নহে মিথ্যা, তেজস্বিনি। যোগ্য তারে ক্রোধ
যে অসীম বিশ্বাসের দেছে প্রতিশোধ
বিশ্বাসঘাতক হয়ে,—হোক্ যে কারণে।
তুমি যে অখণ্ড প্রেমে বরিলে এ জনে
তাহার অযোগ্য ছিল ক্ষত্র তব পতি,
বলেছিলে তুমি,—সে তো সত্যকথা অতি।

দেবযানী। তুমি চেয়েছিলে ক্ষমা, আমি ক্রোধভরে
বলেছিনু,—ক্ষমা নাই রমণীর তরে
যে পাপের, সেই পাপ করি, চিরদিন
অসংযত পুরুষ, সে ধৃষ্ট লজ্জাহীন,
অদণ্ডিত রহে সুখে এই পৃথিবীতে;
শুচিতারে বাখানিয়া, চাহে তা দেখিতে

কেবলি নারীর মাঝে। নারী তারে ক্ষমি
করে নিজ সর্ব্বনাশ, তার পায়ে নমি।
পুরুষ প্রবৃত্তি'পরে না লভিলে জয়
নারীর সতীত্ব রবে? হোক্ সে নির্দ্দয়,
হোক্ ক্রোধে অগ্নিশিখা, হোক ক্ষমাহীনা,
দেখিবে, এ নরকুল শুদ্ধ হয় কি না।

যযাতি। নহে অর্থহীন কথা। তবু ক্ষমা চাই;
যা হয়েছে তার যবে প্রতিকার নাই,
ক্ষমার কি নাই যুক্তি?

দেবযানী। আছে কুলাচার,
দেশ কাল পাত্রভেদ—কত কিছু আর।
ইহাও ভাবিতে ছিল, করিতে স্মরণ,
বিপ্রকন্যা ক্ষত্রিয়েরে করেছি বরণ—
বহু পত্নীকের জাতি। ব্রাহ্মণের রীতি,
নিয়ম সংযম, তার একপত্নী-প্রীতি—
ক্ষত্রিয়াণী দেবযানী সে সবের লোভ
কেন রাখে? না পাইলে কেন ক্রোধ ক্ষোভ
উন্মত্ত করিবে তারে?

যযাতি। আর নাই ক্রোধ?
বল প্রিয়তমে। তবে রাখ অনুরোধ,

চল নিজ গৃহে তব। তব সিংহাসন
শর্ম্মিষ্ঠা চাহেনা কভু। দাসীর মতন
চিরদিন পদসেবা করিবে তা জানি,
ফিরে চল দেবযানি, মোর মহারাণী।

দেবযানী। ফিরিবার পথ মোর নাই, আর নাই।
শর্ম্মিষ্ঠার পতিগৃহে আমি নাহি চাই
পত্নীত্বের অধিকার। স্বামি-গৃহ মম
ছিল যা হৃদয়ে, আজ ভগ্ন-চূর্ণ-তম,
আর উঠিবেনা গড়ি। সেথা সমাদরে
স্বামী বলে বসাইতে নারি প্রেমভরে।

যযাতি। আছে পুত্রদ্বয় তব। তাহাদের স্নেহে
ফিরে চল স্নেহময়ি, তব—পুত্রগেহে।

দেবযানী। পুত্রকথা শুনাইলে—বলহে রাজন্,
হয়েছে কি তারা তব স্নেহের ভাজন?

যযাতি তাতেও সন্দেহ আছে?

দেবযানী বড় ক্ষোভ প্রাণে,
শর্ম্মিষ্ঠার পুত্র পুরু, আত্ম সুখ দানে
তোমারে করেছে সুখী, ধন্য আপনারে,
যশস্বিনী জননীরে। আমি বারে বারে

নিজেরে জিজ্ঞাসি, কেন আমার সন্তান
পারেনাই সাধিতে এ ব্রত সুমহান ?
অসহিষ্ণু দেবযানী আত্মসুখ মাগি
ফিরিয়াছে চিরদিন ; অপরের লাগি
কি কবে দিয়াছে ছাড়ি ? কি দিয়াছে বলি
প্রেমের চরণে ? শুধু আপনারে ছলি,
শুদ্ধি সংযমের নামে পুষি অভিমান
ফিরিয়াছে, অসন্তোষে, রোষে ভরি প্রাণ .
শুনায়ে কঠোরা বাণী, দিয়া অভিশাপ,
বাড়ায়েছে চারিদিকে অপ্রেম, সন্তাপ।
যে মহাপ্রাণতা পুত্র পুরুর মাঝার,
যদুর অন্তরে আমি কোন বীজ তার
পেরেছি রোপিতে ? আমি বটে সতী ?
কি করেছি করণীয় পতি পুত্র প্রতি ?
শর্ম্মিষ্ঠা সুন্দরী, শান্তা, শিল্প-কলাবতী,
যত হোক সে গৌরব, প্রেম তার অতি
না থাকিলে, হেন পুত্র জনমে কি তার ?
তাই শর্ম্মিষ্ঠারে আমি করি নমস্কার।
সে কথাই মহারাজ চাহি জানাইতে,
তার প্রতি রোষ আর নাহি মোর চিতে।

পৌরাণিকী

শর্ম্মিষ্ঠাই ভার্য্যা তব, যোগ্য-প্রজাবতী,
তারে লয়ে থাক সুখে। দেবযানী-পতি
হোক্ অতীতের স্মৃতি। মুক্ত জরাভার,
বলিষ্ঠ কর্ম্মিষ্ঠ তনু লয়ে, পুনর্ব্বার
হও দেবকার্য্য-রত, প্রজাহিত কামী,
বীরভোগ্যা ধরণীর অসপত্ন স্বামী।
পিতার ক্রোধাগ্নি জ্বালি দহি তব দেহ
আমি যে জ্বলেছি কত জানিবেনা কেহ!
যাও ক্রমি ক্ষুব্ধ প্রেমোত্থিত হলাহল—
তীব্র ঈর্ষ্যা—যাও ক্রমি দীপ্ত রোষানল;
আজ তোমা নিরাময় হেরি, নৃপোত্তম,
নির্ব্বাপিত মোর জ্বালা, স্বস্থ চিত্ত মম।

৮ই আগষ্ট ১৯২২।

শ্রীযুক্তা কামিনী রায়ের গ্রন্থাবলী

আলো ও ছায়া (৭ম সংস্করণ)		...	১৸০
মাল্য ও নির্ম্মাল্য (৩য় সংস্করণ)		...	১৸০
পৌরাণিকা (৪র্থ সংস্করণ)		...	১৲
গুঞ্জন (২য় সংস্করণ)		...	১।০
অম্বা	...	...	১।০
শ্রাদ্ধিকী (স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ সেন, কেদারনাথ রায় প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত জীবনী)		...	॥০
অশোক সঙ্গীত	...	...	॥০
সিতিমা	...	...	৸০

৪২এ হাজরা রোড, বালীগঞ্জ
শ্রীমিহিরনাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত
ও
৬১ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা :
কুন্তলীন প্রেসে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত